২.১ ঠান্ডা লড়াই-এর সংজ্ঞা (Definition of the Cold War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতি আবর্তিত হয়েছিল ঠান্ডা লড়াইকে কেন্দ্র করে। 'ঠান্ডা লড়াই', বস্তুত, প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে বিশ্বরাজনীতিতে তার জোরালো উপস্থিতি জাহির করে চলেছিল। ১৯৪৫ সালের পরবর্তী সময়কালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র—এই দুই পরাশক্তির মধ্যে চলমান স্নায়ুযুদ্ধ ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলতে গিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ওয়াল্টার লিপম্যান তাঁর *The Cold War* গ্রন্থে (১৯৪৭) 'ঠান্ডা লড়াই' শব্দটি ব্যবহার করেন। শব্দটি ১৯৪৭ সাল থেকেই বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রায় একই সময়ে মার্কিন উদ্যোগপতি, পুঁজিপতি ও রাজনীতিবিদ বার্নার্ড বারুচ মার্কিন সেনেটের একটি কমিটির সভায় 'ঠান্ডা লড়াই' অভিব্যক্তিটি প্রয়োগ করেন। যাইহোক, ঠান্ডা লড়াই-এর প্রকৃত সংজ্ঞা নিয়েও ঐকমত্যের অভাব আছে। এই নজিরবিহীন সংঘাত কি দুটি ভিন্নধর্মী আদর্শের মধ্যেকার বিরোধের ফলশ্রুতি নাকি দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তা নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা সহজ নয়। তবে এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে ঠান্ডা লড়াই-এর সূচনা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বাধীন নবগঠিত সাম্যবাদী শক্তিজোট এবং পাল্টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনাধীন পশ্চিমি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রজোটের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ঘৃণা থেকে। ঠান্ডা লড়াই আসলে যে দুই পরাশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পরাক্রমী লড়াই, ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদরা সবাই তা একযোগে স্বীকার করে থাকেন। এরিক হবস্‌বম[১] মনে করেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে নির্গত দুই পরাশক্তির মধ্যেকার নিরবচ্ছিন্ন সংঘাতই হল তথাকথিত ঠান্ডা লড়াই। পিটার ক্যালভোকোরেসি[২]ও এই স্নায়ুর লড়াইকে বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুটি সুপার পাওয়ারের মধ্যেকার সংঘাত বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও তাঁর মতে এই সংঘাত আধুনিককালের

Scanned with CamScanner

আর পাঁচটা যুদ্ধের মতো ছিল না। রাধারমণ চক্রবর্তীর ভাষায়, 'এ হল এক চূড়ান্ত উত্তেজনাময় পরিস্থিতি যা মহাশক্তিধর দুই বিপরীতধর্মী রাষ্ট্রব্যবস্থা—পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থাদুটির মধ্যে যুগপৎ ক্ষমতা ও আদর্শের সংঘাতকে বিপজ্জনক সীমায় নিয়ে চলতে উদ্যত হয়েছিল' (*সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৩)। বিশ্বরাজনীতিতে এই প্রবণতা ছিল নজিরবিহীন।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ জুড়ে চলতে থাকা ঠান্ডা লড়াই আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তরকালে দুই মহাশক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বকে দুটি যুযুধান শিবিরে বিভক্ত করেছিল। এই বিভাজন ছিল অনেকটাই 'পূর্ব' ও 'পশ্চিম'-এর বিভাজন। 'পূর্ব' গঠিত ছিল সাধারণভাবে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি এবং আলাদাভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে তার রাজনৈতিক ও সামরিক মিত্র ও অনুগত দেশগুলিকে নিয়ে। অন্যদিকে 'পশ্চিম'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন অকমিউনিস্ট পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি, যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল শিল্পোন্নত পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ, জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিভাষায় পূর্ব ও পশ্চিম-এর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্ত বিশ্বব্যবস্থা 'দ্বি-মেরু বিশ্ব' (Bi-polar world) নামে সুপরিচিত ছিল। ঐতিহাসিক টয়েনবি কথিত এই দ্বি-মেরুতা-র (Bi-polarism) অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যই ছিল বলয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সম্মুখ সমর ব্যতীত এই উত্তেজনাপূর্ণ বলয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ছিল ঠান্ডা লড়াই। হবস্‌বম-এর মতো অনেকেই এই পরিস্থিতিকে 'Third World War' বা 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছেন। ঠান্ডা লড়াই-এর দীর্ঘ সময়কালে দুই বিবদমান এবং 'রণংদেহী' শিবিরের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়নি ঠিকই কিন্তু টান টান স্নায়ুযুদ্ধের স্থায়ী বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে। এই অভিনব যুদ্ধ-উত্তেজনার সঙ্গে বিশ্বরাজনীতি আগে পরিচিত ছিল না। সশস্ত্র লড়াই-এর পরিবর্তে এই ভিন্ন ধারার সংঘর্ষ ছিল এক নজিরবিহীন কূটনৈতিক ও আদর্শগত যুদ্ধ। রাজনৈতিক প্রচার কৌশলের সাহায্যে এই যুদ্ধ মূলত চলেছিল বলে ঠান্ডা লড়াইকে 'propaganda war' বা 'প্রচার যুদ্ধ'ও বলা হয়ে থাকে। ঠান্ডা লড়াই, একদিকে যেমন ছিল বিশ্বব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংঘটিত কূটনৈতিক যুদ্ধ, অপরদিকে এটি ছিল দুই বিপরীতধর্মী ভাবাদর্শ ও জীবনধারার মধ্যেকার সংঘর্ষ, সেগুলি হল গণতন্ত্র বনাম সর্বাত্মক সাম্যবাদ, মুক্ত ও উদার অর্থনীতি বনাম রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্র, মার্কিনিকরণ বনাম সোভিয়েতিকরণ। এককথায়, ঠান্ডা লড়াই ছিল এক অপরিণামদর্শী ছায়া যুদ্ধ যা প্রায় অর্ধশতক ধরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অব্যাহত ছিল।

Scanned with CamScanner

২.২ ঠান্ডা লড়াই-এর কারণ ঃ বিবিধ ভাষ্য (Causes of the Cold War : different views)

ঠান্ডা লড়াই-এর কারণ তথা চরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একমত নন। এই বিষয়ে দুটি পরস্পরবিরোধী ভাষ্য বা মতধারা লক্ষণীয় ঃ রক্ষণশীল বা ঐতিহ্যবাহী ভাষ্য (orthodox বা traditional view) এবং সংশোধনবাদী ভাষ্য (revisionist view)। এই দুটি মতধারার বাইরে অবশ্য অপর একটি তৃতীয় মতবাদও বেশ জনপ্রিয়—বাস্তবধর্মী ভাষ্য (objective বা realistic view)।

রক্ষণশীল বা ঐতিহ্যবাহী ভাষ্য (Orthodox or Traditional view)

এই মতধারার অনুগামীরা সাধারণভাবে বিশ্বাস করে থাকেন যে ঠান্ডা লড়াই মূলত ছিল দুটি ভিন্ন মতাদর্শের মধ্যেকার বিরোধ। এই দ্বন্দ্বের প্রাথমিক কারণ ছিল একদিকে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অন্যদিকে মুক্ত অর্থনীতি নির্ভর পশ্চিমি উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে নিহিত মূলগত প্রভেদ তথা বিরোধ। ঐতিহ্যবাহী ভাষ্যকারদের মতে ঠান্ডা লড়াই-এর জন্য প্রধানত দায়ী ছিল কট্টরপন্থী সোভিয়েত কর্তৃত্ব। কারণ এই শক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে বলপ্রয়োগ করে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিল এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুনভাবে অস্থিরতা ও উত্তেজনা আমদানি করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই কাজ ছিল পশ্চিমি মিত্রশক্তিগুলির সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তির বিরোধী।

মনে রাখা প্রয়োজন যে রক্ষণশীল বা ঐতিহ্যবাহী ভাষ্য ছিল প্রধানত মার্কিনি ভাষ্য বা American view যা মার্কিন প্রশাসন তথা কূটনীতিকরা সামনে এনেছিল এবং আমেরিকার রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল। এঁদের বক্তব্যের মূল নির্যাসটি ছিল 'Cold war was a brave and essential response of free men to communist aggression'। এই গোষ্ঠীভুক্ত ভাষ্যকাররা বলে থাকেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের কয়েক মাস এবং বিশ্বযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আলাদাভাবে তার প্রভুত্ববাদী রাষ্ট্রপ্রধান স্তালিন ও তাঁর অনুসৃত নীতি যুদ্ধকালীন মৈত্রী-সহযোগিতা (wartime alliance) বিনষ্ট করেছিল। এর চূড়ান্ত পরিণতি ছিল ঠান্ডা লড়াই-এর সূচনা। এঁদের মতে, কার্যত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পরেই সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতি ও কার্যপ্রণালী নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্দেহ ও সংশয় বাড়তে শুরু করেছিল। কমিউনিস্ট সোভিয়েত রাশিয়ার সম্প্রসারণবাদী ও আগ্রাসী ভাবভঙ্গি যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমি শক্তিগুলির গভীর চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যান দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান যে কমিউনিস্ট সোভিয়েত রাষ্ট্র অন্যান্য নাৎসি বা ফ্যাসিবাদী টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্রের মতোই একটি প্রভুত্ববাদী রাষ্ট্র ('There is not any difference

Scanned with CamScanner

in totalitarian states—Nazi, Communist or Fascist or Franco or anything else—they are all alike...')। ঠান্ডা লড়াই-এর সোভিয়েত দায়িত্বের কথা বিশেষ করে সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদের কথা একাধিক পশ্চিমি ব্যাখ্যাকর্তা তাঁদের রচনায়[৩] বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে গেছেন। মার্কিন কূটনীতিক কেন্নান ১৯৪৬ সালে জানিয়েছিলেন, পশ্চিমি মতাদর্শের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত সোভিয়েত কর্তৃত্ব শ্লথগতিতে হলেও এক ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তার মোকাবিলা প্রায় অসম্ভব। উপরোক্ত মতের অনুগামীরা যুক্তি দেখান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ওপর আঘাত হানতে এবং সাথে সাথে সাম্যবাদের প্রসার ঘটাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে আধিপত্যবাদী নীতি গ্রহণ করেছিল তা ঠান্ডা লড়াইকে অনিবার্য করে তুলেছিল। তাঁরা এই প্রসঙ্গে ১৯৪৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারিতে প্রচারিত স্তালিনের একটি ভাষণকে উদ্ধৃত করেছেন। ঐ ভাষণে স্তালিনের মূল বক্তব্য ছিল, বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কমিউনিস্ট ও পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সংগ্রাম চলতে থাকবে। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের বিবিধ কার্যকলাপ যে ছায়া যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল শেষপর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমি সঙ্গীদের তাতে প্রতিক্রিয়া জানানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না ঃ (১) যুদ্ধোত্তর পর্বে নাৎসিদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, পূর্ব জার্মানি প্রভৃতি দেশগুলিতে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে না দিয়ে বলপ্রয়োগ করে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। (২) গ্রিস ও তুরস্ক দেশদুটিতে রাশিয়া কমিউনিস্ট গেরিলাদের সাহায্য করে চলেছিল। (৩) সোভিয়েত কর্তৃত্ব সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা অঞ্চলসমূহে যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্নির্মাণ প্রকল্পে সহায়তা করেনি। (৪) রাষ্ট্রসংঘের মতো নবগঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির প্রতি সোভিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বার্থপর ও হতাশাজনক। (৫) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পরেও সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ব ও মধ্য ইউরোপ থেকে তার সেনাবাহিনী—'লাল ফৌজ' সরিয়ে নেয়নি।

রক্ষণশীল মতবাদের মার্কিন প্রচারকরা আরও জানান যে কমিউনিস্ট মতাদর্শের একনিষ্ঠ প্রচারক হিসেবে স্তালিন 'কমিনফর্ম' গঠন করে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় বামপন্থী অভ্যুত্থানকে মদত দিয়ে, ইতালি ও ফ্রান্সে কমিউনিস্ট পার্টিকে জঙ্গি পথের দিশা দেখিয়ে পশ্চিমি দুনিয়ায় আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি করেছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ার এই সম্প্রসারণবাদী নীতি ও কর্মপদ্ধতি ঠান্ডা লড়াইকে আসন্ন করেছিল।

Scanned with CamScanner

সংশোধনবাদী ভাষ্য (Revisionist view)

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে ঠান্ডা লড়াই-এর সংশোধনবাদী ভাষ্য জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। এই চিন্তাধারার পথপ্রদর্শক ছিলেন *The Cold War* (১৯৪৭) গ্রন্থের রচয়িতা ওয়াল্টার লিপম্যান। রক্ষণশীল ভাষ্যের বিরোধী সংশোধনবাদী ব্যাখ্যাকাররা ঠান্ডা লড়াই-এর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকেই প্রধানত দায়ী করে থাকেন। এঁদের প্রাথমিক বক্তব্য ছিল মহাশক্তিধর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশেষ স্বার্থকে অস্বীকার করে সোভিয়েত নেতৃত্বকে ক্ষুব্ধ করেছিল এবং বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছিল। এই ধারার ঐতিহাসিকরা পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের ব্যাখ্যায় বলেন যে দুই পরাশক্তির মধ্যেকার সংঘাত ছিল একাধারে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থতাড়িত। ডি. এফ. ফ্লেমিং[৪] বলেছেন, রুজভেল্ট অনুসৃত সমঝোতা ও মানিয়ে চলার নীতি থেকে সরে এসে তাঁর উত্তরসূরি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান পুরোপুরি সোভিয়েত বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করে ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা করেন। সংশোধনবাদী ভাষ্যকাররা দৃঢ়তার সঙ্গে জানান যে স্নায়ুযুদ্ধ কিছুটা অনিবার্য ছিল ঠিকই, কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রশক্তির সদিচ্ছা থাকলে তা এড়ানো যেত। মার্কিন রাজনীতিকদের বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদ-বিরোধী জেহাদ ঠান্ডা লড়াইকে অবধারিত করেছিল। তাঁরা মনে করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার থেকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত সোভিয়েত রাশিয়া আগ বাড়িয়ে সম্প্রসারণ তথা বিশ্ববিপ্লবের পথে পা বাড়াতে প্রস্তুত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, স্তালিন আত্মরক্ষামুখী নীতি (Self-containment) গ্রহণেরই পক্ষপাতী ছিলেন, অবশ্য প্রতিবেশী পূর্ব ইউরোপে বিশেষ সোভিয়েত স্বার্থকে তিনি ক্ষুণ্ণ হতে দিতে চাননি। এককথায়, ট্রুম্যানের সংঘাতপূর্ণ নীতি (Policy of Confrontation) এবং মার্কিন রাষ্ট্রশক্তির আণবিক বোমার একচেটিয়া মালিকানাজনিত গগনচুম্বী আত্মবিশ্বাস ও অহমিকা[৫] শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে বিদায় জানিয়েছিল।

সংশোধনবাদীদের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশকিছু কাজকর্ম সোভিয়েত রাশিয়াকে বিচলিত ও শঙ্কিত করেছিল। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিমলগ্নে আমেরিকা আণবিক বোমা তৈরি বিষয়ক তার ম্যানহাটন প্রকল্প সম্পর্কে রাশিয়াকে কোনোভাবে ইঙ্গিত দেয়নি। যুদ্ধ পরবর্তীকালে আমেরিকা তার প্রভাবাধীন দেশগুলিতে আলাদাভাবে ইতালিতে পূর্বতন নাৎসি-সহযোগীদের সমর্থন করে রাশিয়ার ঘোর সন্দেহ উদ্রেক করেছিল। এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার পশ্চিমি সাথীরা ক্ষতিপূরণ আদায়ের সোভিয়েত দাবিকে নস্যাৎ করে ভালো কাজ করেনি। আমেরিকা অনেক সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্বৈরতান্ত্রিক

Scanned with CamScanner

ও সমরবাদী সরকারকে সমর্থন করে (যেমন স্পেন-এ জেনারেল ফ্রাঙ্কো, কম্বোডিয়ায় জেনারেল লন নোল, পাকিস্তান-এ আয়ুব খান, ইয়াহিয়া খান ও জিয়া উল হক) নিজের ভাবমূর্তি যেমন মলিন করেছিল, তেমনি সোভিয়েত রাশিয়াকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। অন্যদিকে, মার্কিন পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিশ্বজুড়ে প্রাধান্য বিস্তার করতে বদ্ধপরিকর ছিল। গ্যাব্রিয়েল কলকো[৬] বলেছেন, আমেরিকা বিশেষ করে ১৯৪৩ সালের পর থেকে তার পরিকল্পিত মুক্তপন্থী বাণিজ্য অর্থনীতির দ্বারা একতরফা বিশ্ব অর্থনীতিকে বেঁধে ফেলতে চেয়েছিল। এই পরিকল্পনার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন মার্কিন বিদেশ সচিব কর্ডেল হাল। এই অর্থনৈতিক সম্প্রসারণবাদও সোভিয়েত কর্তৃত্বকে বিচলিত করেছিল। কট্টর সংশোধনবাদীদের মতে সমগ্র বিশ্বে মার্কিন আধিপত্যবাদের লাগামহীন অগ্রগতিই ছিল ঠান্ডা লড়াই-এর অন্তর্নিহিত কারণ।

বাস্তবধর্মী ভাষ্য (Objective view)

ঠান্ডা লড়াই-এর কারণ আলোচনা করতে গিয়ে উপরোক্ত ঐতিহ্যপন্থী ও সংশোধনবাদী ব্যাখ্যাকারদের মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করেছেন একদল গবেষক-ঐতিহাসিক। এই অন্তর্বর্তী ধারার ভাষ্যকাররা 'বাস্তবধর্মী' হিসেবে পরিচিত এবং এই গোষ্ঠীভুক্ত ঐতিহাসিকরা কোনো এক পক্ষকে চূড়ান্তভাবে ঠান্ডা লড়াই-এর জন্য দায়ী করেন না। এই বাস্তবধর্মী ব্যাখ্যাকাররা মনে করেন ঠান্ডা লড়াই-এর সূচনার জন্য হয় প্রতিদ্বন্দ্বী উভয়পক্ষই দায়ী ছিল নতুবা কোনো পক্ষই দায়ী ছিল না। এই মতের প্রবক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হ্যানস্ জে. মর্গ্যানথো ও লুই জে. হ্যালে। হ্যালের মতে ঠান্ডা লড়াই কোনো আদর্শগত দ্বন্দ্ব ছিল না, আবার এটি কোনো অভিনব ঐতিহাসিক প্রবণতাও ছিল না। তিনি এই স্নায়ুযুদ্ধকে চিরাচরিত ক্ষমতার দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক পুনরাবৃত্তি বলে উল্লেখ করেছেন। এঁদের মতে ঠান্ডা লড়াই-এর উৎস দুই পরাশক্তির পরস্পরবিরোধী স্বার্থে যতটা না নিহিত ছিল, তার চেয়ে বেশি নিহিত ছিল পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে।

ঠান্ডা লড়াই-এর চরিত্র ও এই সম্পর্কিত বিবিধ ভাষ্য বিশ্লেষণ করে এর কারণ সম্পর্কে অল্পকথায় সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বিশ্বরাজনীতির এক জটিল ও অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অথবা সোভিয়েত ইউনিয়ন কেউই এককভাবে এই সংঘাতের জন্য দায়ী ছিল না; উভয়ই সমানভাবে দায়ী ছিল এবং উভয় শক্তিই তাদের ভাবমূর্তি ও বিপুল প্রত্যাশাসমূহের বলি হয়েছিল। এই সংঘাতের উৎস ছিল জটিল, বিচিত্রধর্মী ও বহুমাত্রিক।

Scanned with CamScanner